Debaprasad Mandal
Proclaimer : NIRDALIO MANABTANTRA

মহাশয়/মহাশয়া,
আমরা একটি বিপরীত দর্শনের কথা বলছি,—যা রাজনৈতিক মৌলবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ ও বাজার দর্শনের বিপরীতে সত্য, প্রেম ও স্বাধীনতার পক্ষে মানুষের আশ্রয় ও শতকীয় উত্তরণের দর্শন।

আমরা উপলব্ধি করি,—মহান যুদ্ধ ও যুদ্ধবাদী রাজনীতি, মহান দ্বি-তত্ত্ব, মহান জাতি, মহান দাস, মহান একনায়ক, মহান উচ্চবংশ — এই মহত্বাবলী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মৌলবাদের মূলধন। দ্বি-তত্ত্বের ভিত্তিতে বিরোধের মাঝে দেখো যুদ্ধই মহান, —এই হ'ল মৌলবাদী দর্শন। অর্থাৎ দ্বি-তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভাজন ক'রে পারস্পরিক বিরোধ চিনিয়ে যুদ্ধকেই অনিবার্য, অপরিহার্য ও মহত্তর ক'রে তোলা। এই মৌলবাদী দর্শন দ্বি-জাতি, দ্বি-শ্রেণি, দ্বি-বর্ণ, দ্বি-রক্ত প্রভৃতির ভিত্তিতে হয়ে ওঠে রাজনৈতিক মৌলবাদ, ধর্মী ও বিধর্মীর ভিত্তিতে হয়ে ওঠে ধর্মীয় মৌলবাদ।

দ্বি-তত্ত্বের ভিত্তিতে বিরোধের মাঝে দেখো— নয়, বহুত্বকে স্বীকার ক'রে 'বিবিধের মাঝে দেখো',
রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মৌলবাদের যুদ্ধই মহান— নয়, সর্বমানবের 'মিলন মহান'।

মৌলবাদ যতই রক্তরঞ্জিত ও ঐতিহাসিক হোক, একুশ শতকে ব্যক্তি, বিধান ও মহান-কে স্পষ্ট অর্থে মৌলবাদের বিপরীতে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়াতে হবে মৌলবাদের বিপরীতে অর্থাৎ গণতন্ত্র ও মানব অধিকারের পক্ষে তথা সভ্যতার পক্ষে, আমাদের আত্মপরিচয় ও ভারততত্ত্বের পক্ষে তথা সংস্কৃতির পক্ষে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র লক্ষ্য হতে পারে না, লক্ষ্য মানবতান্ত্রিক সমাজ। তেমনই ধর্মনিরপেক্ষতা হ্যাঁ-বাচক অর্থে যুক্তি ও সত্য সাপেক্ষতা, সেই সত্য মানবসত্য। চিন্তার দাসত্ব, জড়ত্ব, সামাজিক ভেদবুদ্ধি, বিচ্ছিন্নতা, লোভ, হিংসা-র বিপরীতে একটি সর্বাত্মক পরিবর্তনের জন্য জাতীয় জীবনে যে সত্যের প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা দরকার।

আমরা সংবিধানের প্রস্তাবনায় গৃহীত 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দদুটির পুনর্বিবেচনা দাবি করছি।

স্বদেশ ও সংহতির পক্ষে এই দাবি আপনার বিবেচনা প্রার্থনা করে।

শ্রদ্ধাসহ

তারিখ ঃ ২৬-০৬-২০১৪

দেবপ্রসাদ মণ্ডল
ঘোষক : নির্দলীয় মানবতন্ত্র

Durgachak Colony A/22, Haldia, Purba Medinipur, PIN-721602, W.B, E-mail : debdck.hld@rediffmail.com, Mobile : 9333363693

কৃষকের কথা ও আমরা ১২৭৫

(শ্রদ্ধার্ঘ্য : মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রাককথন

'এই আমাদের মূকসঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে তাহাদের গভীর মর্মের কথা তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রকাশিত করিল। জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান রচিত হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইল। কল্পনারও অতীত কতকগুলি সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বহুত্বের ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল।' — জগদীশচন্দ্র বসু

'যে রাষ্ট্রব্যবস্থা জুলুম করিয়া লোকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহা কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। রুশিয়ায় সাম্যবাদের নামে এইপ্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থাই প্রচলিত। ভারতবর্ষ কখনও এরূপ সাম্যবাদ গ্রহণ করিবে না। .....নিজ ব্যক্তিত্ব লুপ্ত করিয়া প্রাণহীন যন্ত্রের ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হওয়া মনুষ্যত্বের পক্ষে অমর্যাদাকর।'—গান্ধিজি

'ভারতের জনগণের মন যে জাতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারায় পরিপূর্ণ, সেই ঐতিহ্য থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পূর্ণ বিচ্যুত এবং সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।'— জওহরলাল নেহরু

সংবিধান

১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনে প্রস্তাবনার সাথে 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দদুটি যোগ করে ভারতকে একটি 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া 'ঐক্য'-র পর 'সংহতি' শব্দটি সংযোজিত হয়।

লক্ষ্য ও আদর্শ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন ও ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম লক্ষ্য ও আদর্শ হয়ে ওঠে।

কৃষকের কথা

আমাদের পরমাত্মীয় কৃষক, মধুসংগ্রহকারী— আগ্রহ ও অভিযানে জ্ঞানবাদী আলেক্সেয়ই পাভ্লোভিচ্ নাজারোভ। পাঠশালার প্রথম চৌকাঠ পেরোতে পারেননি কিন্তু প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক মানবতা ও পশ্চিমের বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের জন্য এশীয় ও ইউরোপ সংযোগসীমান্তে পাহাড়ী ককেশাস অঞ্চলের কৃষ্ণসাগরের তীরে একটি আশ্রম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন উত্তর রাশিয়ার প্রত্যন্ত সিচেভা গ্রামের এই কৃষক। পড়েছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্য ও ভারতীয় দর্শন। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'— এই তাঁর প্রিয় প্রার্থনাসঙ্গীত। চিঠি মারফত অনুপ্রেরণা ও উপদেশ চেয়েছিলেন 'ভারতের ঋষি কবিবর' রবীন্দ্রনাথের কাছে। তারপর অধীরভাবে অপেক্ষা করেছেন উত্তরের জন্য, আরও কিছু বলবার জন্য। তিনি জানতেন না সে চিঠি পৌঁছয়নি তাঁর 'আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু', 'মানবতার বন্ধু' রবীন্দ্রনাথের হাতে। স্তালিনের বিধি-ব্যবস্থায় সে চিঠি আটক হয়েছিল। আজ সেই প্রেরক, প্রাপক কেউ নেই। চিঠিটি আছে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি বিভাগে। উত্তর নেই, আছি উত্তরকালের আমরা।

সেই হিমেল দেশ থেকে প্রেরিত চিঠির শেষাংশ (অনুবাদক : পূরবী রায়)

.....আমাদের উদ্দেশ্য খুবই সাধারণ, গণতান্ত্রিক, স্বাধীনচেতা ভ্রাতৃত্বের ঐক্যবোধ গড়ে তোলা। ইউটোপিয়ার স্বপ্ন না দেখে কোন এক বাস্তবধর্মী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিন্তাভাবনা গড়ে তোলা, যেখানে কোনোরকম বেচা-কেনার আড়ম্বর থাকবে না, যেখানে আপাতত কমিউন গড়তে হবে না, থাকবে শুধু কল্যাণময় পারস্পরিক সহায়তার উন্মুক্ত এক আশ্রম।

.....মানবজাতির প্রধান কর্মসূচি হল ক্লান্ত, শ্রান্ত পরিবেশ ও বিচ্ছিন্নতাকে দূর করা। এমন প্রয়োজনীয় কর্মসূচি আমাদের তৈরি করতে হবে — যা আধ্যাত্মিক মন্দির গড়তে সাহায্য করে— যে মন্দিরে অধিষ্ঠিত হতে পারে সারা পৃথিবীর সর্বময় বিজ্ঞানের সমতান।

গ্রাম্য জীবনে একসময়ে এ পথ অবলম্বন করার স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা ছিল, যেমন পিথাগরীয় সম্প্রদায় চেয়েছিল তাঁদের মতবাদ অবলম্বনে দর্শননগর গড়তে। পরবর্তীকালে আমরা দেখি যে খ্রিস্টান চার্চের অন্ধ গোঁড়ামির ভয়াবহ সন্ত্রাস এইসব দর্শন-আদর্শের এবং নানারকম স্বাধীন ভাবনাচিন্তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠল যখন খ্রিস্ট অনুগামী ধর্মযাজকেরা গড়ে তুললেন তাঁদের ভয়াবহ বিচারসভা।

কবিবর আপনি মানবতার বন্ধু, আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ভরসা করি যে আমাদের প্রীতি ও সৌহার্দ্য আরও নিবিড় হয়ে উঠবে। আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা দানে আপনি বিরত হবেন না। আপনার যে কোন শুভ উপদেশ গ্রহণের অপেক্ষায়

আলেক্সেয়ই পাভ্লোভিচ্ নাজারোভ
গ্রাম - সিচেভা, জেলা - চেরেপাভেৎস্

রাশিয়া
৩১ মার্চ ১৯২৮

আমরা ১২৭৫

আমরা ১২৭৫ জন ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় গৃহীত (৪২ তম সংশোধনী ১৯৭৬)'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দদুটি (দৃষ্টি ও চিন্তার শতকীয় পুনর্গঠনের জন্য) পুনর্বিবেচনা জরুরি মনে করছি। আমরা অনুভব করি ধর্মনিরপেক্ষতার সীমাবদ্ধতা। অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসের সংস্কার, সমন্বয়, চিন্তার সংশ্লেষণ প্রভৃতি সম্ভব হয়নি। বিপরীতে ধর্মরাষ্ট্রের পশ্চাদমুখী কল্পনা ও ব্যক্তিসত্তা, জাতিসত্তা সংক্রান্ত নানান বিচ্ছিন্নতা পুষ্ট হয়। ভাবতে হবে (ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও ধর্মরাষ্ট্র ছাড়িয়ে) সত্য সমার্থক তৃতীয় বিকল্প।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' যদি আমরা হ্যাঁ-বাচক অর্থে বুঝতে চাই—কী বুঝবো ? — যুক্তি ও সত্য সাপেক্ষতা ? — তাহলে কোন সত্য ? — যা ভেদবুদ্ধি, বিচ্ছিন্নতা, লোভ-হিংসার বিপরীতে সর্বোদয় ও শান্তির পথে মানুষের বিষয়গত ঐক্য সম্পাদন করে, যা ব্যক্তিকে স্বাধীন ও আনন্দময় করে, জাতিকে মহাজাতি করে— সেই যুক্তি ও সত্য সাপেক্ষতা।

দ্বি-তত্ত্বের ভিত্তিতে'বিরোধের মাঝে দেখো যুদ্ধই মহান' — এই হ'ল মৌলবাদী দর্শন। যার ভিত্তিতে নাৎসি, ফ্যাসি, সমাজবাদ যতই রক্তরঞ্জিত ও ঐতিহাসিক হোক তা আমাদের দৃষ্টি ও ভারততত্ত্ব — 'বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান' বিরোধী। এই 'বিবিধ' যদি বহুত্বব্যঞ্জক হয় 'মিলন' একত্বব্যঞ্জক। যে অর্থে বহুর মধ্যে যে এক তারই প্রতিষ্ঠা চাই।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণ-কে মানব-এ উন্নীত ক'রে, মূল্যগত ঐক্য, সাম্য প্রতিষ্ঠা ক'রে মানবতান্ত্রিক সমাজ আমাদের কাম্য। বৈপ্লবিক হিংসা, ষড়যন্ত্র, ক্ষমতা দখল নয়, সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন আমাদের পথ।

বাংলার নবজাগরণের আলোয় রুশ কৃষক নাজারোভ চিনেছিলেন প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক মানবতা। আমরা প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি তারই মর্ম (নির্দিষ্ট অধি ও আত্ম)। স্বদেশ ও সংহতির পক্ষে— বিশ্বাসের পবিত্রতায়, ধর্মের সংশ্লেষণে, মুক্তচিন্তা ও পুরুষকারের নির্মাণে আমাদের ঘোষণা সেই সাংস্কৃতিক অধিসত্য — **'ভারত এক ঈশ্বরের দেশ'**।

আমরা অনুভব করি — যুদ্ধ ও হিংসামুক্ত বিশ্ব গড়ার জন্য প্রয়োজন হিংসামুক্ত আত্মপরিচয় যা সত্যের প্রতি নিবেদিত। সেই হিংসামুক্ত আত্মপরিচয় তথা মানুষের পরম নিবেদন — **'প্রাণ ছাড়া আমার কোন সম্পদ নেই, ভালোবাসা ছাড়া আমার কোন ঐশ্বর্য নেই, বিশ্বাস ছাড়া আমার কোন মাটি নেই।'**

মা মাটি মানুষের দৃষ্টিপথে পশ্চিমবঙ্গের জননেত্রী, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই। আমরা দাসত্ব, জড়ত্ব ও মৌলবাদ মুক্ত চিন্তা তথা মুক্তচিন্তার পক্ষে, দল - 'বদ্ধতার' বিপরীতে মুক্ত মানবাদর্শ তথা নির্দলীয় মানবতন্ত্রের পক্ষে ১২৭৫ জন সংবিধানের প্রস্তাবনায় গৃহীত 'সমাজতান্ত্রিক' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দদুটি পুনর্বিবেচনা দাবি করছি।

আগষ্ট ২০১১

দেবপ্রসাদ মণ্ডল

নির্দলীয় মানবতন্ত্রের পক্ষে নান্টু মান্না কর্তৃক দুর্গাচক, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৬০২ থেকে প্রকাশিত।